

48th BCS Preli Program
48th BCS Preli Pioneer Service
Daily Live Exam General Science-02
MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

একটি ফুলের কয়টি অংশ থাকলে তাকে আদর্শ ফুল বলে?

- A ৩টি
- B ৪টি
- C ৫টি ✓
- D ৬টি

Solution:

ফুল বা পুষ্প হল উদ্ভিদের বিশেষ একটি অঙ্গ যা উদ্ভিদের প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ। পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল হল র্যাফেলেশিয়া।
একটি আদর্শ বা সম্পূর্ণ ফুলের ৫টি অংশ থাকে। যথা-
(ক) পুষ্পাক্ষ (পুষ্পপত্রাধার), (খ) বৃতি, (গ) দল, (ঘ) পুংস্তবক, (ঙ) স্ত্রীস্তবক।
বৃতি, দল, পুং ও স্ত্রীস্তবকের সদস্যগুলোকে পুষ্পপত্র বলা হয়। এদের তিন ধরনের বিন্যাস দেখা যায়।
পুংস্তবক পরাগরেণু উৎপন্ন করে, এটি সরাসরি প্রজননে অংশগ্রহণ করে।

Question 2

নিচের কোনটি অপ্রতিসম ফুল?

- A ধুতুরা
- B জবা
- C মটর
- D কলাবতী ✓

Solution:

প্রতিসম এবং অপ্রতিসম ফুল:

প্রতিসম ফুলকে কেন্দ্র দিয়ে খাড়াভাবে এক বা একাধিকবার সমান দুই অংশে ভাগ করা যায়। প্রতিসম ফুল আবার দুই প্রকার। যথা:

i. এক প্রতিসম (যেমন: মটর, শিম, অপরাজিতা ইত্যাদি)।

ii. বহুপ্রতিসম (যেমন: ধুতুরা, জবা, সরিষা ইত্যাদি)।

অপ্রতিসম ফুলকে কোনোভাবেই সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। যেমন: কলাবতী।

Question 3

কোন ফুলে স্ব-পরাগায়ন ঘটে?

A ধুতুরা ✓

B কচু

C জবা

D পাতাশেওলা

Solution:

স্ব-পরাগায়ন পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা একই গাছের অন্য একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। স্ব-পরাগায়ন রোধ করার জন্য পুষ্প ইমাস্কুলেশান (পুংস্তবক কেটে ফেলা) প্রয়োজন হয়। উদাহরণ: সরিষা, কুমড়া, ধুতুরা, শিম, টমেটো, কানশিরা, তুলা প্রভৃতি।

Question 4

নিষেক প্রক্রিয়ায় কোনটি রূপান্তরিত হয়ে ফল সৃষ্টি করে?

A গর্ভাশয় ✓

B গর্ভদণ্ড

C গর্ভমুণ্ড

D পুষ্পাঙ্ক

Solution:

স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র বা গর্ভকেশর নিয়ে গঠিত। যেমন: জবা ফুলের স্ত্রীস্তবকে পাঁচটি গর্ভপত্র থাকে। প্রতিটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ থাকে। যথা: ডিম্বাশয় (বা গর্ভাশয়), গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড। গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক থাকে আর ডিম্বকের ভিতরে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। নিষেক প্রক্রিয়ায় গর্ভাশয় রূপান্তরিত হয়ে ফলে পরিণত হয়।

Question 5

নিচের কোনটি পার্থেনোকার্পিক ফল?

- A আম
- B কাঁঠাল
- C কলা ✓
- D আনারস

Solution:

সাধারণত নিষিক্তকরণের পর ফলের উৎপত্তি হয়। আবার কখনও কখনও নিষিক্তকরণ ছাড়াই ফলের উৎপত্তি হতে পারে। নিষিক্তকরণ হয়েছে কি হয়নি এর ওপর ভিত্তি করে ফলকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:
স্বাভাবিক ফল: নিষেক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় এবং বীজ সাধারণত পুষ্ট হয়। যেমন: আম, কাঁঠাল।
পার্থেনোকার্পিক ফল: নিষেক ক্রিয়া ছাড়া উৎপন্ন হয় এবং যার বীজ পুষ্ট হয় না। যেমন: কলা।

Question 6

যৌগিক পত্রের উদাহরণ কোনটি?

- A গোলাপ ✓
- B আম
- C কাঁঠাল
- D জাম

Solution:

পত্রফলকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পাতা দুই প্রকার হয়-
১. সরল পত্র: পাতায় একটি মাত্র ফলক থাকলে তাকে সরল ফলক বলে। যেমন: আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদির পাতা।
২. যৌগিক পত্র: একটি পাতায় একাধিক পত্রফলক থাকলে তাকে যৌগিক পত্র বলা হয়। যেমন: গোলাপ, নিম, লজ্জাবতী, সর্জিনা ইত্যাদি।

Question 7

উদ্ভিদের মূল কাঠামো গঠনকারী অংশকে কী বলে?

- A মূল
- B প্রশাখা

C শাখা

D কাণ্ড ✓

Solution:

উদ্ভিদের মূল কাঠামো গঠনকারী যে অংশ মাটি থেকে উপরের দিকে বের হয়ে উদ্ভিদের শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল ইত্যাদি ধারণ করে তাকে কাণ্ড বলে। ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ কাজ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য কাণ্ডের আকৃতিগত ও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের কাণ্ডকে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত কাণ্ড বলে। অবস্থান অনুযায়ী এদের তিনভাগে ভাগ করা যায়।

Question 8

উদ্ভিদের কোন অংশ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে?

A ফুল

B পাতা ✓

C বীজ

D মূল

Solution:

উদ্ভিদের যে অংশ ফলকের মত চ্যাপটা ও পাতলা হয়ে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ার কাজ করে তাকে পাতা বলে। পাতার ফলকের মত অংশকে পত্রফলক বলে এবং এর মধ্যে শিরা উপশিরা ছড়িয়ে থাকে।

Question 9

বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত কত প্রকার?

A ৩ ✓

B ৪

C ৫

D ৬

Solution:

বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। যথাযথভাবে অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য পানি, তাপ ও অক্সিজেন প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত তিন প্রকার। যথা- মৃৎগত, মৃৎভেদী এবং জরায়ুজ।

Question 10

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে কোনটি উৎপন্ন হয়?

- A কার্বন
- B অক্সিজেন ✓
- C কার্বন ডাই-অক্সাইড
- D হাইড্রোজেন

Solution:

যে শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ কোষস্থ ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ঐ রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে ও উপজাত হিসেবে O_2 নির্গত করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

Question 11

সালোকসংশ্লেষণের জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রা কত?

- A $15 - 25^\circ C$
- B $22 - 35^\circ C$ ✓
- C $30 - 35^\circ$
- D $35 - 40^\circ C$

Solution:

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হলো আলো। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি। সালোকসংশ্লেষণের জন্য সুবিধাজনক তাপমাত্রা $22 - 35^\circ C$ $0^\circ C$ এর কাছাকাছি এবং $45^\circ C$ এর উপরে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। লাল আলোতে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। সবুজ আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সর্বনিম্ন বা খুব কম।

Question 12

শ্বসন কোন অঙ্গানুতে সংঘটিত হয়?

- A ক্লোরোপ্লাস্ট
- B রাইবোজোম

C মাইটোকন্ড্রিয়া ✓

D নিউক্লিয়াস

Solution:

শ্বসন হলো শক্তি নির্গমনকারী কতিপয় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমষ্টি। উদ্ভিদের প্রতিটি জীবন্ত কোষে দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা শ্বসনকার্য চলতে থাকে। কোষীয় সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াই শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি এবং জৈবিক অ্যাসিডসমূহ হলো শ্বসনিক বস্তু। শ্বসনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন।

Question 13

C_4 উদ্ভিদ কোনটি?

A গম

B পাট

C জাম

D ভুট্টা ✓

Solution:

হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র: এ চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বন বিশিষ্ট (অক্সালো এসিটিক এসিড) হওয়ায় এ চক্রকে C_4 চক্রও বলা হয়। যেসব উদ্ভিদে C_4 চক্র বর্তমান তাদেরকে C_4 উদ্ভিদ বলে। যেমন; গিনি ঘাস, ইক্ষু, ভুট্টা, মুথা ঘাস, কাটানট, ডাটাশাক ইত্যাদি।

Question 14

নিচের কোনটিকে 'Necessary Evil' বলা হয়?

A শ্বসন

B প্রস্বেদন ✓

C ব্যাপন

D অভিস্রবণ

Solution:

উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ হতে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়াকে প্রস্বেদন বলে। উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত পানির শতকরা ৯৯ ভাগ প্রস্বেদনে বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় অমঙ্গল' (Necessary Evil) বলেছেন। গ্যানং পটোমিটার এর সাহায্যে প্রস্বেদন হার নির্ণয় করা যায়।

Question 15

মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা-

- A ১৩৮
- B ২০৬ ✓
- C ৩০৬
- D ৪০৬

Solution:

ক্রমিক মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত অস্থি ও তরুণাস্থি (কার্টিলেজ) নামক যোজক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, দেহের ভার বহন করে, পেশি সংযোগের স্থান প্রদান করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অঙ্গসমূহ রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানবদেহে ২০৬টি হাড় বা অস্থি নিয়ে গঠিত। কঙ্কালতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: অক্ষীয় কঙ্কাল এবং উপাঙ্গীয় কঙ্কাল।

Question 16

মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থির নাম-

- A হিউমেরাস
- B আলনা
- C টিবিয়া
- D ফিমার ✓

Solution:

অস্থি কঙ্কালতন্ত্রে উপস্থিত সুদৃঢ় যোজক টিস্যু যা প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দিয়ে গঠিত। মানুষের দেহে সবচেয়ে বড় বা লম্বা অস্থি হলো ফিমার(উরু) ও সবচেয়ে ছোট অস্থি হলো স্টেপিস (কানের ভিতরে)। হাঁটুতে অবস্থিত ত্রিকোণাকার অস্থি হলো প্যাটেলা।

Question 17

কোন জারক রস পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়?

- A পেপসিন
- B এমাইলেজ

C রেনিন ✓

D ট্রিপসিন

Solution:

পাচকরস পাকস্থলী থেকে উৎপন্ন হয়। পাচকরসে শর্করা পরিপাককারী এনজাইম নেই। পেপসিন ও জিলেটিনেজ আমিষ পরিপাক করে। পাকস্থলীয় লাইপেজ স্নেহ (চর্বি) জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে। রেনিন জারকরস পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়।

Question 18

স্ট্রোককে আক্রান্ত হয় কোন অঙ্গ?

A মস্তিষ্ক ✓

B কিডনি

C পাকস্থলি

D হৃৎপিণ্ড

Solution:

কোন কারণে মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিঁড়ে গেলে বা রক্তনালীতে ব্লক তৈরি হয়ে রক্ত প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোক দু'ধরনের-

১. রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। একে বলে হেমোরাজিক স্ট্রোক (Hemorrhagic Stroke)।
২. রক্তনালী ব্লক হয়ে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত না পৌঁছানোর কারণে ওই অংশ শুকিয়ে যাওয়া। একে বলে ইস্কেমিক স্ট্রোক (Ischemic Stroke)।

Question 19

মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস-

A পরিপাক

B খাদ্য গ্রহণ

C শ্বসন ✓

D রক্ত সংবহন

Solution:

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে শক্তি উৎপাদন করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে শ্বসন বলে। শ্বসন প্রক্রিয়া হলো মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস।

Question 20

শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে কয় অণু পানি পাওয়া যায়?

- A ৩৮ অণু
- B ১২ অণু
- C ৬ অণু ✓
- D ২ অণু

Solution:

বায়ু থেকে সংগৃহীত অক্সিজেন রক্তের হিমোগ্লোবিন দ্বারা বাহিত হয়ে কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসে এবং সেখানে শর্করা অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি, কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে ৬ অণু পানি পাওয়া যায়। এ সময় যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়:



Question 21

বিলিরুবিন তৈরি হয়-

- A পিত্তথলিতে
- B কিডনিতে
- C প্লীহায়
- D যকৃতে ✓

Solution:

রক্তের লোহিত কণিকা তার আয়ু শেষে প্লীহায় জমা হতে থাকে। প্লীহায় উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ মেয়াদোত্তীর্ণ লোহিত রক্তকণিকাকে ভক্ষণ করে। যার ফলে হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। এই রঞ্জক পদার্থ যকৃতে যেয়ে আরো রূপান্তরিত হয়ে বিলিরুবিন তৈরি করে এবং পিত্তরস এর মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

Question 22

মস্তিষ্কের ডোপামিন তৈরির কোষগুলো নষ্ট হলে কী রোগ হয়?

- A এপিলেপসি
- B পারকিনসন ✓

C প্যারালাইসিস

D থ্রমবোসিন

Solution:

পারকিনসন রোগ এক প্রকার নিউরন ডিজেনারেশন বা স্নায়ুকোষের মৃত্যু জনিত রোগ। এই রোগে ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণকারী কোষের মৃত্যু হয় এবং অঙ্গ সঞ্চালনে অক্ষমতা দেখা দেয়। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে এই রোগ। ৬০ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী এবং নারীদের মধ্যে এই রোগের প্রভাব বেশি দেখা দেয়। তবে গবেষকদের ধারণা জেনেটিক বা পরিবেশগত উপাদানের জন্য এই রোগের সৃষ্টি হয়।

Question 23

একটি পূর্ণাঙ্গ স্নায়ু কোষকে বলা হয়-

A নিউরন ✓

B নেফ্রন

C মলিকুলার সেল

D ম্যাক্রোফেস

Solution:

দেহের বাহিরের এবং ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিক স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্নায়ু কোষকে বলা হয় নিউরন।

Question 24

নিচের কোন হরমোনটি মানুষের ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত হয়?

A প্রোলেকটিন

B প্রোজেস্টেরন ✓

C অক্সিটোসিন

D গোনাদোট্রোপিন

Solution:

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি: ডিম্বাশয়;

অবস্থান: স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহুরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দুপাশে

নিঃসৃত হরমোন:(i) ইস্ট্রোজেন ও (ii) প্রোজেস্টেরন;

কাজ:

(i) বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা এবং রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ।

(ii) স্ত্রীদেহে গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ঙ্গণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

Question 25

মানুষের রেচনতন্ত্র নিচের কোনটি দ্বারা গঠিত?

- A যকৃত
- B পাকস্থলী
- C বৃক্ক ✓
- D ফুসফুস

Solution:

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা রেচনতন্ত্র নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ সহকারী রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। মানুষের রেচনতন্ত্র একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও একটি মূত্রনালি নিয়ে গঠিত।

Question 26

লোহিত রক্ত কণিকার জীবনকাল কত দিন?

- A ৬০ দিন
- B ৯০ দিন
- C ৩০ দিন
- D ১২০ দিন ✓

Solution:

লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়। হিমোগ্লোবিনে আমিষ থাকে ৯৬% এবং লৌহ থাকে ৪%। মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন। লোহিত কণিকা অস্থিমজ্জায় তৈরি হয় এবং রক্তরসে চলে আসে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্লীহায় সঞ্চিত হয় ও এক পর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

Question 27

মানুষের হৃৎপিণ্ডে কতটি প্রকোষ্ঠ থাকে?

- A দুইটি
- B চারটি ✓
- C ছয়টি
- D তিনটি

Solution:

মানব হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি ফাঁপা অঙ্গ। এর মধ্যে উপরের দুটি অলিন্দ ও নিচের দুটি নিলয়। দুটি অলিন্দকে দেহের অবস্থান অনুসারে ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ বলে এবং নিলয় দুটিকে ডান নিলয় ও বাম নিলয় বলা হয়। বাম নিলয়ের প্রাচীর অধিকতর পুরু।
ডান অলিন্দ বা ডান অ্যাট্রিয়াম: এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।

Question 28

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আদর্শ রক্তচাপ কত?

- A ১৩০/৯০ মি.মি. পারদচাপ
- B ১২০/৯০ মি.মি. পারদচাপ
- C ১৩০/৮০ মি.মি. পারদচাপ
- D ১২০/৮০ মি.মি. পারদচাপ ✓

Solution:

প্রবহমান রক্তনালির গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে, তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দুই প্রকার। যথা:
ক. সিস্টোলিক রক্তচাপ (১১০-১৪০ মি.মি.পারদ)।
খ. ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ (৬০-৯০ মি.মি.পারদ)।
স্ফিগমোম্যানোমিটার এর সাহায্যে রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়। একজন ব্যক্তির আদর্শ রক্তচাপ ১২০/৮০ মি.মি. পারদ। এর অর্থ হলো ঐ ব্যক্তির সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে ১২০ এবং ৮০ মি.মি. পারদ। উচ্চ রক্তচাপ হলো একটি রোগ যখন কোনো ব্যক্তির রক্তের চাপ সব সময়েই স্বাভাবিকের চেয়ে উর্ধ্ব থাকে।

Question 29

রেচনতন্ত্র দেহের যে কাজ করে-

- A শ্বাস গ্রহণ

B প্রজনন

C বর্জ্য ত্যাগ ✓

D খাদ্য পরিপাক

Solution:

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা রেচনতন্ত্র নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ সহকারী রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। মানুষের রেচনতন্ত্র একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি ও একটি মূত্রনালি নিয়ে গঠিত।

Question 30

হৃৎপিণ্ডের আবরণকারী পর্দার নাম?

A পেরিটোনিয়াম

B পেরিকার্ডিয়াম ✓

C প্লুরা

D পেরিভিসেরাম

Solution:

হৃৎপিণ্ডকে মানবদেহের Pumping Machine বা Circulatory Machine বলা হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ড একটি বিশেষ ধরনের দ্বিস্তরী পর্দা দ্বারা আবৃত যাকে পেরিকার্ডিয়াম বলে। উভয় স্তরের মাঝখানে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটি হৃৎপিণ্ড সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশী নামক একটি বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃৎপিণ্ডের পেশি ৩ স্তর বিশিষ্ট। যথা: ১. এপিকার্ডিয়াম ২. মায়োকার্ডিয়াম ৩. এন্ডোকার্ডিয়াম। ফুসফুসের আবরণকে প্লুরা বলে।

Back

